মেহেরপুরে মহিলা দলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

পরিকল্পিত সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দল।

আজ শনিবার বিকেলে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা রোমানা আহমেদের নেতৃত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে রোমানা আহমেদ বলেন, পরিকল্পিত সন্ত্রাস ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির যেকোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করতে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীন, সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমিন, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সহসভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা, পৌর বিএনপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি সালমা খাতুন, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর মনোয়ারা খাতুন, রওশনারা, পেয়ারাসহ জেলা, পৌর ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

এ ছাড়া মহিলা দল নেত্রী নবীনা মল্লিক, ফাতেমা, রুপালি, জ্যোতি, কনা, নাজু, জাকিয়া, চায়না, লায়লা, সুজাতা সেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিল-সমাবেশ

‎দেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র পরিকল্পিতভাবে দেশে অস্থিতিশীল নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল।

শনিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ অফিসের সামনে থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সরকারি মহিলা কলেজ রোডে গিয়ে শেষ হয়।

এর আগে সেখানে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর বিএনপি সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম সেন্টু, জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান।

বিক্ষোভ মিছিলে মেহেরপুর জেলা যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃবৃন্দরা অংশগ্রহণ করেন।
‎

পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক হলেও

ক্রেতা সংকটে বিক্রি কম

মেহেরপুরের বাজারে মাছের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় তেমন কমেনি। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় মাছের দাম বাড়তি রয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এতে নিম্ন ও স্বল্প আয়ের মানুষের মাছ কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, গত সপ্তাহের তুলনায় অধিকাংশ সবজির দাম কিছুটা কমে বর্তমানে স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে সব মিলিয়ে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি কম থাকায় বিক্রিও কমেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায়, বাজারে বিভিন্ন ধরনের সবজি, মাছ, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ রয়েছে।

অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কিছুটা কমলেও ক্রেতাদের উপস্থিতি তুলনামূলক কম।

খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৪৫ টাকা, রসুন ১০০, কচু ৪০, টমেটো ৯০, কাঁচামরিচ ১০০, বেগুন ১০০, আদা ১৭০, শসা ৪৫-৫০, কলা ৫০, আলু ২৫, লাউ ৫০, পেঁপে ১৫, বরবটি ৭০, গাজর ১৪০, ওল ৫০, লালশাক ৪০, পটল ৫০, ঢেঁড়স ৫০, মিষ্টি কুমড়া ৬০, ঝিঙে ৫০, করলা ৫০ এবং কাঁকরোল ৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৩৬ টাকা, রসুন ৮৫, কচু ৩০, টমেটো ৭০, কাঁচামরিচ ৯০, বেগুন ৯০, আদা ১৪০, শসা ৩৫, কলা ৪০, আলু ১৯, লাউ ৪০, পেঁপে ১০, বরবটি ৬০, গাজর ১২০, ওল ৪০, লালশাক ৩০, পটল ৪০, ঢেঁড়স ৩৫, মিষ্টি কুমড়া ৪৭, ঝিঙে ৪০, করলা ৪০ এবং কাঁকরোল ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

চাল, ডাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মধ্যে আটাশ চাল ৫৫ টাকা, লালসন্য চাল ৫০, আটা ৪৫, মসুরি ডাল ১১০, কলাই ডাল ১৮০, মটর ডাল ৬০, সুলা ডাল ১১০ এবং চিনি ১১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের বাজারে প্রতি কেজি রুই ৩৫০ টাকা, সিলভার ২২০, তেলাপিয়া ২৪০, পাঙ্গাস ২০০, গ্লাসকাপ বড় ৪০০, মাঝারি ইলিশ ৭০০, বড় কাতলা ৪০০, চিংড়ি ৮০০, জিউল ৩৫০, কই ২২০ এবং বাটা ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের পাইকারি দামও তুলনামূলক বেশি। রুই ৩২০ টাকা, সিলভার ১৯০ টাকা, তেলাপিয়া ২২০ টাকা, পাঙ্গাস ১৮০ টাকা, গ্লাসকাপ বড় ৩৩০, ইলিশ ৬৭০ , কাতলা ৩৭০, চিংড়ি ৭৫০, জিউল ৩০০, কই ২০০ এবং বাটা ২৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

মাছের দাম বেশি হওয়ায় ক্ষোভ জানিয়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। মাছ ক্রেতা মকলেস মিয়া বলেন, “আমরা নিম্ন আয়ের মানুষ। তেলাপিয়া ও সিলভার মাছের দাম কিছুটা কমলে আমাদের মতো স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বাজার করা সহজ হতো। চাহিদার তুলনায় বাজারে মাছের পরিমাণ কম থাকায় দামও কমছে না।”

আরেক মাছ ক্রেতা বলেন, “মাছের দাম গত সপ্তাহের মতোই বেশি। পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী মাছ কিনতে গেলে অন্যান্য বাজারের খরচ কমাতে হচ্ছে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এ দামে নিয়মিত মাছ কেনা কঠিন।”

মাছ ব্যবসায়ী সুনিল কুমার হালদার বলেন, “প্রতিদিনের মতো আজও মাছের চাহিদা রয়েছে। তবে গত সপ্তাহের তুলনায় মাছের বাজারে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। সরবরাহ ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই দাম রয়েছে।”

সবজি ক্রেতা মনিরুল ইসলাম বলেন, “ইদানীং বাজারে সব ধরনের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুলনায় আজ সবজির দাম কিছুটা কমেছে। গত সপ্তাহে বেগুন ১৩০ টাকা কেজি দরে কিনেছিলাম, আজ ১০০ টাকা দরে কিনেছি। দাম আরও কিছুটা কমলে সাধারণ মানুষের জন্য ভালো হতো।”

ক্রেতা তুষার বলেন, “বেগুন, টমেটো ও গাজর ছাড়া গত সপ্তাহের তুলনায় বেশিরভাগ সবজির দাম কিছুটা কমেছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আমাদের আয়ের তুলনায় এখনো বেশি। সবকিছু একসঙ্গে কেনা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য কঠিন।”
করলা চাষি আসাদুল মিয়া বলেন, “দুই সপ্তাহ ধরে আমরা করলা প্রায় ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছি। এখন আবহাওয়া ভালো থাকলে এবং করলার ফলন ঠিক থাকলে হয়তো চাষিরা লাভবান হতে পারবেন।”

কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ী জাব্বার আলী বলেন, “মেহেরপুর বড়বাজারে সব ধরনের সবজি, মাছ, মাংস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে বাজারে ক্রেতার উপস্থিতি খুবই কম। আগে যে পরিমাণ বেচাকেনা হতো, এখন তার অর্ধেকেরও কম হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে অনেক সবজির দাম কমেছে। তবে ক্রেতা কম থাকায় বিক্রি কমে গেছে। অলিগলিতে এবং অধিকাংশ মুদিখানার দোকানেও সবজি বিক্রি হওয়ায় বড় বাজারে খুচরা বিক্রির পরিমাণও কমেছে।”

ব্যবসায়ী আশকার আলী বলেন, “করলা ও কাঁচামরিচসহ কয়েকটি সবজি ছাড়া অধিকাংশ সবজির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় ১০ থেকে ২০ টাকা কমেছে। বর্তমানে চাষিদের উৎপাদন খরচের তুলনায় সবজির দাম স্বাভাবিক রয়েছে। তবে বাজারে ক্রেতাদের উপস্থিতি খুবই কম।”

মাংসের বাজারে খাসি ১ হাজার ১০০ টাকা, গরুর মাংস ৭৫০ এবং ছাগির মাংস ৯০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া বয়লার মুরগি ১৭০-১৮০ টাকা, সোনালি ২৬০-২৮০, লেয়ার ৩৪০-৩৫০, দেশি মুরগি ৬৫০, চিনিহাঁস ৪৫০, পাতিহাঁস ৩৫০-৪০০ এবং রাজহাঁস ৪৫০-৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে পণ্যের সরবরাহ মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি কমে যাওয়ায় বেচাকেনা কমেছে।

বিশেষ করে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষ প্রয়োজনীয় পণ্য কিনলেও মাছসহ তুলনামূলক বেশি দামের পণ্য কেনার ক্ষেত্রে পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছেন।

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে গৃহবধূর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে সাগরী খাতুন(২৪) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে তার মৃত্যু হয়।

সাগরী খাতুন ভবানীপুর গ্রামের মোঃ জামরুল ইসলামের স্ত্রী। দেড় বছরের একটি শিশু রয়েছে।

সাগরী খাতুনের স্বামী জামরুল ইসলাম বলেন, আমি কাজে গিয়েছি। এই

সময় শুনতে পাই আমার স্ত্রী বাড়ির পাশে মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে মারা গেছে।আমি দ্রুত বাড়িতে চলে আসি।আমার একটি ছোট্ট শিশু রয়েছে।তাকে কিভাবে রাখবো কিছুই বুঝতে পারছি না। সে এভাবে পানিতে ডুবে মারা যাবে কখনো ভাবতেও পারিনি।সে প্রায় নিজের ও বাচ্চার কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য নদীতে যেত।

ভবানীপুর গ্রামের ইউপি সদস্য রেজাউল ইসলাম বলেন, সাগরী খাতুনকে পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন তুলে আনার পর দেখে সে মারা গেছে।পরে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, ভবানীপুর গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে এক গৃহবধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গুপ্ত ও সুপ্ত সংগঠনের ঐক্যে বিএনপির প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছে

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’ দুটি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বিএনপির প্রার্থীদের পরাজিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের পরাজিত শক্তি এবং ২০২৪ সালের পরাজিত শক্তির ঐক্য অনেক পুরোনো। এই ঐক্যের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের অনেকের কাছে অজানা হলেও বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিষয়টি ভালোভাবে জানেন।

বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুরে সাংগঠনিক সফর উপলক্ষে জেলা বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, “আজ যারা নিজেদের আশির দশকের

ছাত্রনেতা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন, তাদের সেই সময়ের ইতিহাসও আমাদের অজানা নয়। আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং একটি নতুন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা বিনির্মাণের সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, অন্যদিকে শেখ হাসিনা আন্দোলন-সংগ্রাম করছিলেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্যের পেছনে কারা ছুরি চালিয়েছিল, সেটিও ইতিহাসের অংশ।”

তিনি বলেন, ১৯৮৬ সালে এরশাদের পাতানো নির্বাচনে কারা অংশ নিয়েছিল, সেই ইতিহাস সামনে আনলে ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’ সংগঠনের ঐক্যের পুরোনো ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমান সময়েও সেই পুরোনো ঐক্য নতুন করে সক্রিয় হয়ে সাত মাস বয়সী একটি সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং নির্বাচনের আগে ও পরে পরিবর্তিত সরকারকে অস্থিতিশীল করার একটি সুপরিকল্পিত অংশ। তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিকভাবে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে জনগণের ভোটাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছে।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, “মনে রাখবেন, তাদের রাগ যতটা বিএনপির প্রতি, তার চাইতে বেশি রাগ বাংলাদেশের জনগণের প্রতি।” তিনি অভিযোগ করেন, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আদর্শ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নয়, তারাই জনগণের ভোটাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার রাজনীতি করেছে।

তিনি বলেন, তারা যদি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে বিশ্বাস করত, তাহলে ২০১৪ সালের নির্বাচন আয়োজন করত না। পরবর্তী সময়ে দিনের ভোট রাতে করার যে অভিযোগ উঠেছিল, সেটিও তাদের রাজনৈতিক চর্চার অংশ ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, এসব কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ভোটাধিকার থেকে দূরে রাখা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্টরা ধারণা করেছিল, বাংলাদেশের জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে বিএনপিকে ভোট দেবে। এ কারণেই তারা দীর্ঘদিন ভোটবিমুখী রাজনৈতিক চর্চা করেছে। কিন্তু যখন জনগণকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি, তখন ‘গুপ্ত ও সুপ্ত’ সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

তিনি আরও বলেন, জনগণ এখন এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে।

কথিত ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোনো ধরনের অপপ্রচার বা বিভ্রান্তি দীর্ঘদিন টিকে থাকা সম্ভব নয়।

অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, দেশের জনগণ তাদের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। জনগণের ওপর আস্থা রেখে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। কোনো ষড়যন্ত্র বা বিভ্রান্তির মাধ্যমে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের সঞ্চালনায় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ আমজাদ হোসেন। এছাড়া জেলা বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক (কারিগরি) রফিকুল আলম বকুল

জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে ‘শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক-২০২৬’ নির্বাচনে কারিগরি শাখার কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গুণী শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করা হয়। এর আগে রফিকুল আলম বকুল ২০১৯ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মেহেরপুর সদর উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হন। এছাড়া ২০২২, ২০২৪ ও ২০২৬ সালে সদর উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

রফিকুল আলম বকুল একজন দক্ষ স্কাউটার। তিনি স্কাউটসের রোভার শাখার একজন উডব্যাজার। এছাড়া তিনি মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটসের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের রোভার স্কাউটস গ্রুপের ইউনিট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কলেজের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে পরিচিত রফিকুল আলম বকুল বিভিন্ন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজনে উপস্থাপক ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষক ও নিরীক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি শিক্ষা ও রোভারিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করেন। যৌথভাবে এইচএসসি (বিএম) হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ দ্বিতীয় পত্র বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন তিনি।

আইসিটি জ্ঞানেও তিনি দক্ষ। জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার), বগুড়া থেকে আইসিটির ওপর একাধিক কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ব্যানবেইসের অধীনে আইসিটির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তিনি জাতীয় শিক্ষক বাতায়নের একজন সদস্য এবং এটুআই ও আইসিটি বিভাগের মাধ্যমে আইসিটির বিভিন্ন অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

রফিকুল আলম বকুল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি কিশোরের ডাক ও কসবা ব্লাড ব্যাংক সোসাইটির উপদেষ্টা। জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এপেক্স ক্লাবের ডিস্ট্রিক্ট-০৬-এর গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে এপেক্স বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া বসুন্ধরা শুভ সংঘের জেলা সভাপতি এবং গাংনী পাবলিক লাইব্রেরির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের আয়োজনে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ‘শিক্ষাভাবনা’র একজন উপস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় রফিকুল আলম বকুল জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা বিভাগ, উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা শিক্ষা বিভাগ, প্রতিষ্ঠান প্রধান, সহকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, “আমাকে গুণী শিক্ষক নির্বাচিত করায় আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। আমি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এবং শিক্ষা নিয়ে আরও বেশি বেশি কাজ করব।”

রফিকুল আলম বকুল ১৯৯৩ সালে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৯৫ সালে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৯৮ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে বিকম (সম্মান) এবং ১৯৯৯ সালে এমকম ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। তাঁর স্ত্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন রফিকুল আলম বকুল।

জ্বালানি তেলের দাম কমলে দ্রুতই সমন্বয় করবে সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, বাংলাদেশ জ্বালানি তেল আমদানিনির্ভর দেশ। দেশের নিজস্বভাবে জ্বালানি তেল উৎপাদন নেই। বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করতে হয়। বর্তমানে তেল আমদানির উৎসগুলোতে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করায় সারা বিশ্ব এর কুফল ভোগ করছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে।

তিনি বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল কিনে আনতে হয়। সেখানে তেলের দাম বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবহন ব্যয় ও বীমার প্রিমিয়ামও বেড়েছে। মূল্য সমন্বয় না করে সরকার কতদিন থাকতে পারবে? সরকার ছয় মাস চেষ্টা করেছে। যখন বিকল্প সামনে বেশি ছিল না, তখনই সরকারকে কঠিন এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংকট দ্রুতই কেটে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দায়িত্বশীল রাষ্ট্রগুলোও বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। সংকট কেটে গেলে জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল হবে। জ্বালানি তেলের দাম কমে এলে সরকারও দ্রুত দাম সমন্বয় করবে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক সরকারি কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় বিষয়ে মেহেরপুর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্তের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত আরও বলেন, বিগত সরকারের ক্ষোভ ছিল জনগণের প্রতি। জনগণের প্রতি তাদের রাগ ছিল বলেই তারা নির্বাচন হতে দিতে চায়নি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন হতে দেওয়া হয়নি, বিনা ভোটে নির্বাচন হয়েছে। ২০১৮ সালে দিনের ভোট রাতে করে নেওয়া হয়েছে। কারণ তারা জানত, জনগণ ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

তিনি বলেন, জনগণ ভোট দিয়ে একটি সরকার নির্বাচিত করায় তাদের রাগ হয়েছে জনগণের ওপর। তারা মনে করছে, এতদিন জনগণকে ভোটের বাইরে রাখার পর বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণ আবার ভোট দিয়ে সরকার পরিবর্তন করেছে। এ কারণেই তারা সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়, যাতে জনগণকে কষ্টে রাখা যায়। তাই আমাদের সবার উচিত জনগণের সেবায় কাজ করা। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি হয়েছি বা রাজনীতি করি, তারাও জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছি।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়। আরও বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, বিজিবির চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর এবং মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক

(সুপার) ডা. মো. সাজ্জাৎ হাসানসহ জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।

গাংনীর ভাটপাড়া মোড়ে মোটরসাইকেলসহ আটক-২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া মোড় (কসবা) এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে পালানোর সময় প্রান্ত ও খাজা নামে দুজনকে আটক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, তাদের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা এলাকায়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত আসছে…

মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা

বছর ঘুরে আবারও আসছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। উৎসবকে ঘিরে মেহেরপুরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। দিন-রাত পরিশ্রম করে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা। কোথাও মাটির কাজ শেষ পর্যায়ে, আবার কোথাও চলছে প্রতিমায় রং ও সাজসজ্জার কাজ।

এ বছর ১৬ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে ২১ অক্টোবর বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে। দেবীর বোধন ও চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হবে পূজার আনুষ্ঠানিকতা।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, প্রতিবছর ভক্তদের আহ্বানে

সাড়া দিয়ে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন দেবী দুর্গা। এবার দেবীর আগমন ঘোটকে এবং গমন নৌকায়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, ঘোটকে আগমন কিছুটা অশুভ হলেও নৌকায় গমন শুভ লক্ষণের প্রতীক।

এবার মেহেরপুরের তিন উপজেলায় মোট ৪৪টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, গাংনী উপজেলায় ২১টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি মণ্ডপ রয়েছে।

মণ্ডপগুলোতে ইতোমধ্যে দেবী দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্তিকসহ বিভিন্ন প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন প্রতিমাগুলোতে রং-তুলির আঁচড় ও সাজসজ্জার কাজ চলছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বলেন, দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতিমা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। উৎসবকে ঘিরে তারা নতুন জামাকাপড় কেনা, নাচ-গানসহ নানা আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রতিবছরের মতো এবারও আনন্দঘন পরিবেশে দুর্গোৎসব উদযাপনের প্রত্যাশা তাদের।

মেহেরপুর পৌর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা বলেন, প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এখন রং ও সাজসজ্জার কাজ চলছে। দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।

কালীবাড়ি মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক

সুভাষ রায় বলেন, প্রতিমাগুলোতে এখন রং করা হবে। দুর্গোৎসবের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করবেন তারা।

মেহেরপুর শহরের কালীমন্দিরের পুরোহিত শ্রী তপন কুমার ব্যানার্জী বলেন, এবার দেবীর ঘোটকে আগমন ও নৌকায় গমন। নৌকায় গমনের সময় ফল-ফসল ও শস্যে বসুন্ধরা পূর্ণ হওয়ার বিশ্বাস রয়েছে। আগমন শুভ না হলেও সবাই মিলে দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করবেন, যাতে সব অশুভ দূর হয়ে মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে।

নায়েববাড়ি মন্দিরের পুরোহিত অধর চৈতন্য দাস বলেন, দুর্গোৎসবকে ঘিরে সবাই মিলে শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবেন। দেবীর আশীর্বাদে সমাজ থেকে সব অশুভ দূর হবে এমন প্রত্যাশা তাদের।

জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক শ্রী মাধব চন্দ্র ভাস্কর বলেন, প্রতিটি মন্দিরের প্রতিমা তৈরির প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন চলছে রং ও সাজসজ্জার কাজ। জেলা

প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করছেন। আশা করছি, প্রতিবারের মতো এবারও শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব উদযাপন করতে পারব।

মেহেরপুরের নতুন পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী

মেহেরপুর জেলার নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকার এআইজি আলী হায়দার চৌধুরী, বিপিএম। একই সঙ্গে মেহেরপুরের বর্তমান পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়কে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগে (সিআইডি) বদলি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকার এআইজি আলী হায়দার চৌধুরী, বিপিএমকে মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়কে সিআইডিতে বদলি করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব তৌছিফ আহমেদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ বদলির আদেশ দেওয়া হয়।